ছন্দ

কবিতা ও ছন্দ — সাধারণ আলোচনা

১। 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' কার লেখা?

উ: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

২। 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' কার লেখা?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

৩। 'বাংলা ছন্দ পরিচয়' কার লেখা?

উ: নীলরতন সেন।

৪। 'ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ' কার লেখা?

উ: পবিত্র সরকার।

৫। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দের কি সংজ্ঞা দিয়েছেন?

উ: "সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নামই ছন্দ।"

৬। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ছন্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কি বলেছেন?

উ: "যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রস সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।"

৭। জীবেন্দ্র সিংহরায় ছন্দের সজ্ঞা দিতে গিয়ে কি বলেছেন?

উ: "কাব্যের রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনি বিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাহাকে ছন্দ (Metre) বলে।"

৮। 'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন' গ্রন্থের লেখক কে?

উ: তারাপদ ভট্টাচার্য।

৯। তারাপদ ভট্টাচার্য ছন্দ বলতে কি বুঝিয়েছেন?

উ: 'ইহা উচ্চার্য ধ্বনি প্রবাহের গতি — সৌন্দর্য। ভাষার নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসেই ইহা উৎপন্ন হয়।"

১০। তারাপদ ভট্টাচার্য ছন্দের কোন কাজের কথা বলেছেন?

উ: 'ভাষাকে গীতশ্রীমন্ডিত করাই ছন্দের কার্য।'

১১। ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারাপদ ভট্টাচার্য কি বলেছেন?

উ: 'ছন্দ ভাষাগত হইয়াও ভাষাবদ্ধ নহে। ইহা অর্থ নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

১২। কে ছন্দকে কবিতার ভূষণ বলেছেন?

উ:। জীবেন্দ্র সিংহরায়।

১৩। শ্বাসাঘাত কাকে বলে?

উ: ভাষা পড়ার সময় কোন অক্ষরের উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তাকে শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর বলে।

১৪। বাংলা ছন্দ কয় প্রকার ও কি কি?

উ: তিন প্রকার। যথা — স্বরবৃত্ত ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।

Scanned with CamScanner

দল/অক্ষর

১। অক্ষর কাকে বলে?

উ: বাগ্‌যন্ত্র থেকে নির্গত বর্ণের লিখিত রূপ হল অক্ষর। জীবেন্দ্র সিংহরায়ের মতে, "বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে শব্দের যে হ্রস্বতম অংশ উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর বা দল (Syllable) বলে।"

২। অক্ষর কয় প্রকার ও কি কি?

উ: অক্ষর প্রধানত দুই প্রকার। যথা — স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনি আবার দুই প্রকার —মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনি আবার দুই প্রকার। যেমন— হ্রস্ব মৌলিক স্বরধ্বনি এবং দীর্ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি। ব্যঞ্জন ধ্বনিও দুই প্রকার। যেমন— মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ও যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি।

৩। স্বরধ্বনি কাকে বলে?

উ: জীবেন্দ্র সিংহরায়ের মতে, "যে ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসরণের সময় বাঁধা পায় না, তাহাকে স্বরধ্বনি (Vowel-sound) বলে।"

৪। ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?

উ: যে ধ্বনি উচ্চারণের জন্য স্বরধ্বনির সহায়তা আবশ্যক তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। জীবেন্দ্র সিংহরায়ের মতে, "যে ধ্বনি জিহ্বাদির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant-sound)।"

৫। মৌলিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?

উ: যে সকল স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদের বলে মৌলিক স্বরধ্বনি। যেমন—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ,অ্যা, ও।

৬। যৌগিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?

উ: দুটি বা তার বেশী স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে যখন একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় তখন তাকে বলে যৌগিক স্বরধ্বনি। যেমন—ঐ (ও + ই), ঔ (ও + উ) ইত্যাদি।

৭। হ্রস্ব মৌলিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?

উ: যে সেকল মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে তাদের হ্রস্ব মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন—অ, ই, উ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

৮। দীর্ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?

উ: যে সকল মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে তাকে বলে দীর্ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি। যেমন— আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি।

৯। মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?

উ: একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে যখন একটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় তখন তাকে মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন-ক ,খ, গ, ঘ ইত্যাদি।

১০। যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?

উ: দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে যে ব্যঞ্জনধ্বনি গড়ে ওঠে তাকে যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন— ক্ত, ও, ন্দ্ব, ত্ত্ব ইত্যাদি।

১১। চলিত ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি?

উ: ২৭ টি। এগুলি হলো— ঐ, ঔ, ইএ, ইআ, ইও, ইউ, এই, এআ, এও, এউ, অ্যায়, অ্যাও, আই, আয়, আও, আউ, অয়, অওআ, অও, ওই, ওয়, ওআ, অউ বা ওউ, উই, উএ, উআ, উও।

১২। দল কাকে বলে?

উ: বাগ্‌যন্ত্রের সবচেয়ে কম প্রচেষ্টায় বা এক ঝোঁকে শব্দের যে ক্ষুদ্রতম অংশকে উচ্চারণ করা সম্ভব হয় তাকেই বলে দল। (Syllable)।

১৩। দল কয় প্রকার ও কি কি?

উ: দল দুই প্রকার। যেমন— মুক্তদল ও রুদ্ধদল। মুক্ত দল আবার দুই প্রকার। যেমন—মৌলিক মুক্তদল ও যৌগিক মুক্তদল। মৌলিক মুক্তদল আবার দুই প্রকার। যেমন— মৌলিক হ্রস্ব মুক্তদল ও মৌলিক দীর্ঘ মুক্তদল।

১৪। মুক্তদল কাকে বলে?

উ: যে দলে শুধু স্বরধ্বনি থাকে বা যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকে তাকে মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর বা Open syllable বলে। যেমন — অপরাজিতা শব্দে পাঁচটি দল আছে। এগুলি হলো— অ + প + রা + জি + তা। এই পাঁচটি দলের মধ্যে প্রথমটি স্বরবর্ণ। আর বাকী চারটি দলই স্বরান্ত। তাই এই পাঁচটি দলই হলো মুক্তদল।

১৫। মৌলিক মুক্তদল কাকে বলে?

উ: যে মুক্তদলে বা যে মুক্তদলের শেষে মৌলিক স্বরধ্বনি থাকে তাকে বলে মৌলিক মুক্তদল।

Scanned with CamScanner

যেমন—অপরাজিতা শব্দের সব কটি দলের মৌলিক স্বরধ্বনি থাকায় এরা মৌলিক মুক্তদলের উদাহরণ হয়েছে।

১৬। মৌলিক হ্রস্ব মুক্তদল কাকে বলে?

উ: যে দলে বা যে দলের শেষে অ, ই, উ ইত্যাদি হ্রস্ব মৌলিক স্বরধ্বনি থাকে তাকে বলে মৌলিক হ্রস্ব মুক্তদল। যেমন— অপরাজিতা শব্দে অ, প, জি হলো মৌলিক হ্রস্ব মুক্তদলের উদাহরণ।

১৭। মৌলিক দীর্ঘ মুক্তদল কাকে বলে?

উ: যে মুক্তদলে বা যে মুক্তদলের শেষে মৌলিক দীর্ঘ স্বরবর্ণ যেমন—আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি থাকে, তাকে বলে মৌলিক দীর্ঘ মুক্তদল। যেমন—অপরাজিতা শব্দে রা ও তা হলো মৌলিক দীর্ঘ মুক্তদল।

১৮। যৌগিক মুক্তদল কাকে বলে?

উ: যে দলে বা যে দলের শেষে ঐ, ঔ ইত্যদি যৌগিক স্বরধ্বনি থাকে তাকে যৌগিক মুক্তদল বা যৌগিক স্বর বলে। যেমন— ভৈরব শব্দে ভৈ হলো যৌগিক মুক্তদলের উদাহরণ।

১৯। রুদ্ধদল কাকে বলে?

উ: যে দলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা হলন্ত অক্ষর বা রুদ্ধদল বলে। যেমন— জ্যোৎস্নার শব্দে দুটি দল আছে —জ্যোৎস্ + নার। এই দুটি দলের শেষে ব্যঞ্জন স্বর থাকায় এদের রুদ্ধদল বলে।

২০। পারিজাত— দল বিন্যাস করে মুক্তদল ও রুদ্ধদল চিহ্নিত কর।

উ: পারিজাত — পা+ রি + জাত

মুক্তদল — পা ও রি

রুদ্ধদল — জাত।

২১। যৌবন, বিদ্যাবতী, কিরণমালা, চৌর্যানন্দ — শব্দগুলির দল বিন্যাস করে মুক্তদল ও রুদ্ধদল নির্ণয় কর।

উ: যৌবন — যৌ + বন

মুক্তদল — যৌ, রুদ্ধদল —বন।

বিদ্যাবতী — বিদ্ + দা + ব + তী

মুক্তদল — দা, ব, তী এবং রুদ্ধদল — বিদ্।

কিরণমালা — কি + রণ্ + মা + লা

মুক্তদল — কি, মা, লা এবং রুদ্ধদল —রণ্।

চৌর্যানন্দ — চৌর + যা + নন্ + দ্। মুক্তদল - যা, দ এবং রুদ্ধদল— চৌর, নন্।

কলা/মাত্রা

১। মাত্রা বা কলা কাকে বলে?

উ: একটি দল বা অক্ষর উচ্চারণের কালপরিমাণকে সেই দল বা অক্ষরের মাত্রা বা কলা বা Mora বলে।

Scanned with CamScanner

২। এক মাত্রার হিসাবের ভিত্তি কি?

উ: একটি হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সেটিই হলো এক মাত্রার হিসাবের ভিত্তি।

৩। মুক্তদলের মাত্রা কত?

উ: ১ মাত্রা।

৪। রুদ্ধদলের মাত্রা কত?

উ: দলবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের মাত্রা সংখ্যা ১ এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের মাত্রা সংখ্যা ২।

৫। মাত্রার গুরুত্ব কি?

উ: বাংলা ছন্দের পর্ব সমতা বজায় রাখে মাত্রা।

৬। "কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি।
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"— এর মাত্রা কত হবে?

উ: "কতরূপ স্নেহ করি | দেশে কুকুর ধরি |
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ||" ৮ + ৮ + ১০

চরণটির মাত্রা সংখ্যা হবে ৮ + ৮ + ১০।

৭। "বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই" — চরণটির মাত্রা লেখ।

উ: "বাঁশ বাগানের | মাথার উপর | চাঁদ উঠেছে | ওই ||" ৪ + ৪ + ৪ + ১

এখানে চরণটির মাত্রা হবে ৪ + ৪ +৪ + ১।

৮। "সাগর জলে | সিনান করি | সজল এলো | চুলে"— চারণটির মাত্রা লেখ।

উ: "সাগর জলে | সিনান করি | সজল এলো | চুলে ।।" ৫ + ৫ + ৫ + ২

চরণটির মাত্রা হবে ৫ + ৫ + ৫ + ২

যতি

১। যতি কাকে বলে?

উ: কোন বাক্য পড়বার সময় শ্বাস নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট এবং পরিকল্পিত সময়ের ব্যবধানে যে বিরতির প্রয়োজন হয় তাকে যতি বা ছন্দ-যতি (Metrical Pause) বলে।

২। যতি কয় প্রকার ও কি কি?

উ: তিন প্রকার। যথা- হ্রস্ব যতি, মধ্য যতি, পূর্ণ যতি।

৩। হ্রস্ব যতি কাকে বলে?

উ: বাক্যের উচ্চারণের সময় শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনে যে অল্প সময়ের বিরতির প্রয়োজন হয় তাকে বলে হ্রস্ব যতি।

৪। মধ্য যতি কাকে বলে?

উ: বাক্যের উচ্চারণের সময় শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনে অল্প সময়ের বিরতি অপেক্ষা অধিক কিন্তু পূর্ণ বিরতির থেকে কম সময়ের যে বিরতির প্রয়োজন হয় তাকে মধ্য যতি বলে।

Scanned with CamScanner